

## কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৯২ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।

সভার তারিখ ও সময়: ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সকাল ১০.৩০ টা

সভার স্থান: ১নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ঢাকা

সভায় উপস্থিতির তালিকা: "পরিশিষ্ট - ক"

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য মো: খায়রুল বাসার, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানান। অতঃপর সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি, উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং আলোচ্য বিষয় সভায় উপস্থাপনের জন্য জনাব মো: নাসির উদ্দীন, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) কে অনুরোধ জানান।

আলোচ্য বিষয় ১ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯১ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯১ তম সভা ১০ এপ্রিল ২০১৮, সকাল ১১.০০ টায় ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১০ মে ২০১৮, খ্রি: তারিখের ৭১১(ক)/২০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯১ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়: ২ বোরো/২০১৭-১৮ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০১৭-১৮ মৌসুমে ২০টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান ৩০টি হাইব্রিড জাতের বীজ হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট জমা প্রদান করেছে। যা নিম্ন ছকে প্রদর্শন করা হলো।

১ম বর্ষ - মোট ২৫ টি।

ক্র নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	নীলসাগর সীডস এন্ড টিস্যু কালচার লিমিটেড	নীলসাগর হাইব্রিড ধান ১ (NIL 101)	চায়না	১ম বৎসর
২	নীলসাগর সীডস এন্ড টিস্যু কালচার লিমিটেড	নীলসাগর হাইব্রিড ধান ২ (NIL 102)	চায়না	১ম বৎসর
৩	ইম্পাহানি এগ্রো লিমিটেড	ইম্পাহানি ৯ (NPH 2003)	ভারত	১ম বৎসর
৪	মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাস্ট্রিজ	মিতালী হাইব্রিড সুনর্গ ৩ (SHD 1018)	বাংলাদেশ	১ম বৎসর
৫	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লি:	সুপ্রিম হাইব্রিড হীরা ২৩ (HS 381)	চায়না	১ম বৎসর
৬	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লি:	সুপ্রিম হাইব্রিড হীরা ২৪ (SA 1510)	চায়না	১ম বৎসর
৭	সুরভী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	সুরভী হাইব্রিড ১ (RXEL 34)	ভারত	১ম বৎসর
৮	মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড	RXML 38	ভারত	১ম বৎসর
৯	অটো গ্রুপ কেয়ার লিমিটেড	ACCL 1(SHX 015)	ভারত	১ম বৎসর
১০	ন্যাশন্যাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড সীডস লিমিটেড	JANAK RAJ 2 (Q -15)	চায়না	১ম বৎসর
১১	ন্যাশন্যাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড সীডস লিমিটেড	JANAK RAJ 3 (Q 19)	চায়না	১ম বৎসর
১২	ন্যাশন্যাল এগ্রি কেয়ার ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিমিটেড	NATIONAL 2 (CQR 28)	চায়না	১ম বৎসর
১৩	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড	সিনজেন্টা S-1206 (NK 17230)	ভারত	১ম বৎসর
১৪	মেটাল এগ্রো লিমিটেড	HRM 807 ( SHARATHI 15)	চায়না	১ম বৎসর
১৫	মেটাল এগ্রো লিমিটেড	HRM 1508 ( Agrani-8)	চায়না	১ম বৎসর

১

ক্র নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১৬	ইএনপি সলিউশন্স লিমিটেড	SL-20H	ফিলিপাইন্স	১ম বৎসর
১৭	অটো গ্রুপ কেয়ার লিমিটেড	ACCL 2(SHX 1510820)	ভারত	১ম বৎসর
১৮	বায়ার গ্রুপ সায়েন্স লিমিটেড	অ্যারাইজ আইএনএইচ ১৭১৪৪(বায়ার হাইব্রিড ধান ৭)	ভারত	১ম বৎসর
১৯	কৃষিবিদ সীড লিমিটেড	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-৫ (KFR 302)	চায়না	১ম বৎসর
২০	পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড	Partex Hybrid dhan-3(Q-32)	চায়না	১ম বৎসর
২১	সুরভী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	সুরভী হাইব্রিড-২ (FL-7553)	চায়না	১ম বৎসর
২২	ব্যাগরো কোম্পানী লিমিটেড	রংধনু-২ (SQ01)	চায়না	১ম বৎসর
২৩	ম্যাকডোনাল্ড সীডস লিমিটেড	ম্যাকডোনাল্ড হাইব্রিড ধান-১(পিডি-৯০১)	ভারত	১ম বৎসর
২৪	লাল তীর সীডস লিমিটেড	LTHR-1	বাংলাদেশ	১ম বৎসর
২৫	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড	সিনজেন্টা এস ১২০৩ (RH 664 +)	ভারত	১ম বৎসর

২য় বর্ষ - মোট ০৫ টি।

ক্র নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	ব্র্যাক সীড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৫ (ARBH 1501)	ভারত	২য় বৎসর
২	কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান ৩ (KFR ১০৭)	চায়না	২য় বৎসর
৩	মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লি:	RXEL 20	ভারত	২য় বৎসর
৪	ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইনপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লি:	NATIONAL 1 (CQR 166)	চায়না	২য় বৎসর
৫	ইএনপি সলিউশন্স লিমিটেড	SL-18H	ফিলিপাইন্স	২য় বৎসর

উক্ত ৩০টি হাইব্রিড জাতের সাথে ৩টি চেকজাতসহ মোট ৩৩টি জাত দুইটি সেটে বিভক্ত করে ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। A সেট (কোড নং-H-1215 থেকে H-1231=17টি) এবং B সেট (কোড নং H-1232, H-1249(1)=18টি) মোট ৩৫টি। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। উক্ত মাঠ মূল্যায়ন কোড ভিত্তিক ফলাফল Computerized mean performance এর ভিত্তিতে Compilation পূর্বক সভায় উপস্থাপন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৬তম সভার আলোচ্যসূচী ২ (২) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১) "কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন কার্যক্রমে ত্রি হাইব্রিড ধান ৫ কে বোরো মৌসুমে চেকজাত হিসেবে সাময়িক ভাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের ফলন হাইব্রিড চেক জাত হতে কমপক্ষে ১০% heterosis বেশি থাকতে হবে। তবে প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জীবনকাল ত্রি হাইব্রিড ধান ৫ এর চেয়ে ৭ দিন কম হলে এবং অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে চেক জাত এবং হাইব্রিড জাতের ফলন সমান হতে পারে। (০২) চলতি বোরো মৌসুমে (২০১৭-১৮) হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে চেক জাত হিসেবে ত্রি হাইব্রিড ধান ৫ ব্যবহার করতে হবে"। উল্লেখ্য যে, ৫টি হাইব্রিড জাত পর পর ২ বছর ব্রিধান ২৮ ও ব্রিধান ২৯ চেক হিসেবে ব্যবহার করে ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র ১ বছর ত্রি হাইব্রিড ধান ৫ কে চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করেন যে, চলতি মৌসুমে ট্রায়ালকৃত ৫টি ধানের হাইব্রিড জাতের জন্য ব্রিধান ২৮/ব্রিধান ২৯ চেক জাত হিসেবে ফলাফল বিশ্লেষণ পূর্বক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। অতঃপর প্রচলিত নিবন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রিধান ২৮/ব্রিধান ২৯ কে চেক জাত হিসেবে তুলনা করে heterosis হার নির্ণয় করা হয় এবং যে সকল হাইব্রিড জাতের ফলন ৩ (তিন) বা তার অধিক অঞ্চলে চেক জাত থেকে অনস্টেশন ও অনফার্মে পৃথকভাবে ২০% এর বেশী পাওয়া যায়, সেগুলো নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ১ : ব্র্যাক সীড এন্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ এর ARBH 1501 জাতটি (১ম বর্ষ H-1181 ও ২য় বর্ষ H-1229) ৫টি অধিক অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে ব্র্যাক হাইব্রিড ধান ১৫ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ২ : ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিমিটেডের CQR 166 জাতটি (১ম বর্ষ H-1174 ও ২য় বর্ষ H-1240) ৪টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান ১ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৩ : কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড এর KFR ১০৭ জাতটি (১ম বর্ষ H-1171 ও ২য় বর্ষ H-1222 ) ৩টি অঞ্চলে (বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর) heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় উল্লেখিত ৩টি অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান ২ হিসেবে সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৪ : মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড এর RXEL 20 জাতটি (১ম বর্ষ H-1198 ও ২য় বর্ষ H-1218 ) ৩টি অঞ্চলে (বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর) heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় উল্লেখিত ৩টি অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে মাহিকো হাইব্রিড ধান ২ হিসেবে সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

শর্ত ১ : বীজ উইং এর প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত জুন ২০১৬ (৬ষ্ঠ খন্ড) মোতাবেক "হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি" অনুসরণ করে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।

শর্ত ২ : জাতীয় বীজ বোর্ডের সময়ে সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৩ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর BRRI dhan 29-SC3-28-16-10-8-HRI (Com) ও BR(Bio)9786-BC2-59-1-2, কৌলিক সারি দুটি বোরো মৌসুমে যথাক্রমে ব্রিধান ৮৮ এবং ব্রিধান ৮৯ হিসেবে ছাড়করণ।

ক) BRRI dhan 29-SC3-28-16-10-8-HRI (Com),(প্রস্তাবিত ব্রিধান৮৮) :

এই কৌলিক সারিটি সোমাক্রোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ২০০০ সালে ব্রিধান ২৯ এর চাল থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমপেরিয়াল কলেজের ওয়াই ক্যাম্পাসের ল্যাবরেটরিতে টিসুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উক্ত ভ্যারিয়েন্ট গ্রীনহাউজে স্থানান্তর করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বর্ধণ করে প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক সারি বাছাইয়ের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লায় শীষ থেকে সারি পদ্ধতিতে চূড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর চেয়ে ৩-৪ দিন আগাম। এ জাতটি চলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যা চেকজাত ব্রিধান ২৮ এ নাই। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। ধান পাকার পর ডিগ পাতা সবুজ থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০সে. মি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.১ গ্রাম। পাকা ধানের রং খড়ের মতো। চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে। এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৬.৩%। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪০-১৪৩ দিন। এ জাতের কাণ্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা semi erect, গাছ চলে পড়ে না, ব্রিধান ২৯ থেকে ১৫ দিন আগাম। ব্রিধান ২৮ থেকে অধিক ফলনশীল ও আগাম। প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৮ এর গড় ফলন ৭.০০ টন/হে:। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরে ৮.৮ টন ফলন দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৮ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম।

ড. মো: রুহুল আমিন সরকার, এসএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের গুণাগুণ বিস্তারিতভাবে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন। এর প্রেক্ষিতে ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান যে, প্রস্তাবিত জাতটির দানার আকার আকৃতি ব্রি ধান ২৮ এর মতই, কি কারণে ফলন বেশী তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (প্রশাসন) ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ডিগ পাতা ঝাড়া এবং Photosynthesis Efficiency বেশী। ফলে পাকা দানা বেশী পাওয়া যায় এবং ফলন বেশী। জনাব মো: ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক বীজ জানতে চান যে, জাতটি রাষ্ট্র রেজিস্ট্রেশন কিনা? এ বিষয়ে ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (প্রশাসন) ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি শুধুমাত্র ১টি জায়গায় রাষ্ট্র রোগের আক্রমণ বেশী, অন্যান্য জায়গায় কোন আক্রমণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্র রোগটি একান্তই আবহাওয়া অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, জাতটি ব্রিধান ২৯ থেকে ১৭দিন আগাম এবং ফলনও বেশী। এ বিষয়ে পরিচালক (গবেষণা), বিনা একই মত পোষণ করেন এবং ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

উক্ত জাতটি ২০১৭-১৮ মৌসুমে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল ৭টি অঞ্চলের ৯ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৯ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৭.০৩ টন/হে: এবং চেক জাত এর গড় ফলন ৬.৪১ টন/হে: পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৯টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১ টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত ব্রিধান ২৮ থেকে ৪ টি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রতা রয়েছে। সভাপতি মহোদয় জাতটি ছাড়করণের বিষয়ে সদস্যদের মতামত জানতে চাইলে সম্মানিত সদস্যগণও ছাড়করণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত কৌলিক সারি BRR1 dhan 29-SC3-28-16-10-8-HRI (Com) বোরো মৌসুমে ব্রি ধান-৮৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

খ) BR-(Bio)9786-BC2-59-1-2 (প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৯):

প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৯ এর কৌলিক সারিটি প্রথমে ব্রিধান ২৯ এর সাথে বন্য ধান *Oryza rufipogon* (IRGC acc no.103404) এর সংকরায়ণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে দুই বার Backcross করা হয় এবং এরপর Pedigree Method এ হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম এবং ফলন বেশী হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৬সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫৪-১৫৮ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৪ গ্রাম। এ জাতের ধানের ছড়া লম্বা, কাণ্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ, ডিগ পাতা semi erect, এবং গাছ ঢলে পড়ে না। জাতটি হেক্টরে ৭.৫-৮.০ টন ফলন দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম।

ড. মো: এনামুল হক, সিএসও, বায়োটেকনোলজি ডিভিশন, ব্রি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের গুনাগুন বিস্তারিতভাবে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন। উক্ত জাতটি ২০১৭-১৮ মৌসুমে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল ৭টি অঞ্চলের ১০ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৮.১৫ টন/হে: এবং চেক জাত এর গড় ফলন ৭.৪৫ টন/হে: পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ১০টি স্থানের মধ্যে ১০টি স্থানেই ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে ২টি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রতা রয়েছে। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যগণ মতামত দেন যে, ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে আগাম এবং ফলন বেশী হওয়ায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত কৌলিক সারি BR-(Bio)9786-BC2-59-1-2 বোরো মৌসুমে ব্রি ধান-৮৯ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের ২টি কৌলিক সারি আউশ মৌসুমে ( $N_4/350/P-4(5)$  ও ( $N_{10}/350/P-5-4$  যথাক্রমে বিনাধান ২১ এবং বিনা ধান ২২ হিসেবে ছাড়করণ।

(ক)  $N_4/350/P-4(5)$  (প্রস্তাবিত বিনাধান ২১):

এ জাতটি ২০১১ সালে NERICA-4 ধানের বীজকে ৩৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্টটি খরা সহিষ্ণু বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তীতে আউশ মৌসুমে দেশের খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষণ পুট স্থাপন করা হয়। পরীক্ষায় মিউট্যান্ট চেক জাত ব্রিধান ৪৮ ও মাতৃজাত NERICA-4 হতে উচ্চ ফলনশীল ও আগাম পরিপক্ব হওয়ায় ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৬-১০৮ সে.মি.। গাছ খাটো ও খাড়া বিধায় হেলে পড়ে না। জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। ১০০০ ধানের ওজন ২৪ গ্রাম। চাল সাদা, লম্বা ও চিকন। চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪.৪ ভাগ। রান্নার পরে ভাত ঝরঝরে হয় ও খেতে সুখাদু। প্রস্তাবিত বিনাধান ২১, গাছ খাড়া থাকে ও বেশি ফলন দেয়, গড় ফলন ৫.৫টন/ হেক্টর। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়।

ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, সিএসও ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের গুনাগুন বিস্তারিতভাবে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন। উক্ত জাতটি ২০১৬-১৭ মৌসুমে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা, ৪টি অঞ্চলের ১৪ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১৪ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪.১৩ টন/হে: এবং চেক জাত এর গড় ফলন ৩.৬৩ টন/হে: পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ২টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং বাহ্যিক ভাবে প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে কোন পার্থক্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (প্রশাসন) ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি ডিইউএস পরীক্ষায় ৪০টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্রি ধান ৪৮ চেক জাত থেকে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় নাই। এ ছাড়া প্রস্তাবিত জাতটির সাথে চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান ৪৮ কে ব্যবহার করা হয়েছে এবং চেক জাতের ফলন মাত্র ৩.৬৩ টন/হে:। যা ব্রি ধান ৪৮ এর স্ট্যান্ডার্ড ফলন

থেকে অনেক কম। ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতকে খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পিভিটি পরীক্ষায় রোপা পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছে এবং সেচ ব্যবহার করা হয়েছে। যা খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে উল্লেখ ঠিক হয় নি। খরা সহিষ্ণু জাত হলে ডিবলিং পদ্ধতি চাষ করার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া তিনি আরো বলেন যে, বিনা কর্তৃক ছাড়কৃত বিনা ধান ৮ ও বিধান ৪৭ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে একই রকম এবং প্রস্তাবিত বিনা ধান ২১ ও ব্রি ধান ৪৮ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে একই রকম যা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ডিইউএস পরীক্ষায় প্রমাণিত। ফলে প্রস্তাবিত জাত ছাড়করণ হলে বিনা ধান ৮ ও বিধান ৪৭ এর পুনরাবৃত্তি হবে।

এ বিষয়ে ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, সিএসও ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতের শীঘের কমপেক্টনেস বেশি, গাছের উচ্চতায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ডিইউএস পরীক্ষায় পদ্ধতিমতে প্রার্থক্য করা যায় না। এ ছাড়া মলিকুলার ব্র্যান্ড এ প্রার্থক্য পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বলেন যে, এখন পর্যন্ত জাত ছাড়করণে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ডিইউএস পরীক্ষা UPOV কর্তৃক স্বীকৃত। প্রস্তাবিত জাতটি আর এক বছর ডিইউএস টেস্ট পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি কৌলিক সারিটি (N<sub>4</sub>/350/P-5-4(5) আউশ মৌসুমে আরো এক বছর ডিইউএস পরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) (N<sub>10</sub>/350/P-5-4) (প্রস্তাবিত বিনা ধান ২২):

এ জাতটি ২০১১ সালে NERICA-10 ধানের বীজকে ৩৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্ট টি খরা সহিষ্ণু বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তীতে আউশ মৌসুমে দেশের খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষণ প্রট স্থাপন করা হয়। পরীক্ষায় মিউট্যান্ট চেক জাত বিআর ২৬ ও মাতৃজাত NERICA-10 হতে উচ্চ ফলনশীল ও আগাম পরিপক্ব হওয়ায় ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৪-৯৬ সে.মি। গাছ খাটো ও খাড়া বিধায় হেলে পড়ে না। জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। ১০০০ ধানের ওজন ২১.৩ গ্রাম। চাল সাদা, লম্বা ও চিকন। চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪.৯ ভাগ। রান্নার পরে ভাত ঝরঝরে হয় ও খেতে সুস্বাদু। বিনাধান ২২, বিআর ২৬ অপেক্ষা উচ্চতায় খাটো, গাছ খাড়া থাকে ও বেশি ফলন দেয়, গড় ফলন ৪-৫ টন/হেক্টর। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়।

ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, সিএসও ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের গুনাগুন বিস্তারিতভাবে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন। উক্ত জাতটি ২০১৬-১৭ মৌসুমে দেশের ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা, ৩ টি অঞ্চলের ১২ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১২ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪.০৮ টন/হে: এবং চেক জাত এর গড় ফলন ৩.৭৯ টন/হে: পাওয়া যায়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ১২টি স্থানের মধ্যে ১০টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ২টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে ৩ টি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। এ বিষয়ে জনাব মো: ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক বীজ জানতে চান যে, বর্তমানে আউশের স্ট্যান্ডার্ড জাত ব্রি ধান ৪৮ থাকা সত্ত্বেও চেকজাত হিসেবে বিআর ২৬ ব্যবহার করা হলো কেন? এ বিষয়ে ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, সিএসও ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি বিআর ২৬ এর মতো চিকন লম্বা ধান। ফলে ব্রিধান ৪৮ এর পরিবর্তে ব্রিধান ২৬ ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে কমিটির সকল সদস্যগণ জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি কৌলিক সারিটি (N<sub>10</sub>/350/P-5-4) আউশ মৌসুমে বিনা ধান-২১ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ১টি কৌলিক সারি বারি আলু ৮০(10.116) জাত হিসেবে ছাড়করণ।

(ক) প্রস্তাবিত বারি আলু ৮০(10.116):

ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, পিএসও, টিসিআরসি, বারি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত আলুর জাতের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত উচ্চ ফলনশীল জাত ১০.১১৬ (10.116)। দীর্ঘ দিন সংকরায়ন করে ক্রোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন গুনাগুনের ভিত্তিতে জাতটিকে খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর চেয়ে বেশি ফলন দিয়ে থাকে।

উক্ত জাতটি ২০১৬-১৭ রবি মৌসুমে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৬.৪৬ টন/হে: এবং চেক জাত বারি আলু ৭ (Diamant) এর ফলন ২৮.০৩ টন/হে:। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে ৭টি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রতা রয়েছে। এ বিষয়ে জনাব মো: ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, বলেন যে, আলু ছাড়করণের ক্ষেত্রে “ড্রাইমেটারের” বিষয়ে তথ্য থাকা প্রয়োজন এবং তিনি আরো বলেন যে, বর্তমানে দেশে আলু উৎপাদনে উদ্বৃত্ত, ফলে রপ্তানিযোগ্য আলুর জাত প্রয়োজন। ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, পিএসও, টিসিআরসি, বারি বলেন যে, আমার পাওয়ার পয়েন্ট এর বর্ণনায় “ড্রাইমেটারের” বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, মাঠ মূল্যায়নের সময় তাৎক্ষণিকভাবে ড্রাইমেটার বিষয়ে তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, আলু মূল্যায়ন ট্রায়াল শুধুমাত্র টিসিআরসির নিজস্ব জায়গায় স্থাপন করা হয়। কৃষক পর্যায়ে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। জনাব মো: শাজাহান আলী, উপদেষ্টা, বিএসএ বলেন যে, এ বিষয়ে জাত মূল্যায়ন নীতিমালা উল্লেখ করে সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে। মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে আলুর মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যগণ মতামত দেন যে, প্রস্তাবিত বারি আলু ৮০ চেকজাত ডায়মন্ড থেকে ফলন বেশি এবং নিজস্ব উদ্ভাবিত হওয়ায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা যেতে পারে।

**সিদ্ধান্ত:** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর কৌলিক সারিটি (10.116), বারি আলু ৮০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৬ঃ ইক্ষুর জাত অবমুক্তির মাঠ মূল্যায়ন ফরম সংশোধন।

ইক্ষুর জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে চাষকৃত আখের ফ্রোন মূল্যায়নের সময় বিগত বছর গুলোতে মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যগণ মাঠ মূল্যায়ন ফরম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। এর ফলে পূর্বের মাঠ মূল্যায়ন ফরম সংশোধন এবং চিবিয় খাওয়া আখের জাত ছাড়করণের লক্ষ্যে নতুন একটি মাঠ মূল্যায়ন ফরম প্রবর্তনের প্রয়োজন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামতের ভিত্তিতে পূর্বের মাঠ মূল্যায়ন ফরম সংশোধন এবং চিবিয় খাওয়া আখের নতুন মাঠ মূল্যায়ন ফরম প্রবর্তনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। ড.তমাল লতা আদিত্য বলেন যে, ইক্ষু গবেষণা কর্তৃক প্রস্তাবিত মাঠ মূল্যায়ন ফরমে ১ নং ক্রমিকে Name and address of the breeder এর পরিবর্তে Name and address of the Institute সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, প্রস্তাবিত ফরমটি যুগোপযোগী হয়েছে এবং এটি জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

**সিদ্ধান্ত:** ইক্ষুর জাত অবমুক্তির মাঠ মূল্যায়ন ফর্মটি ১ নং ক্রমিকে Name and address of the breeder এর পরিবর্তে Name and address of the Institute সংশোধনসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় : বিবিধ-১

**বিষয়:** সিলেট ও ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরীক্ষাগার চালু করাসহ ময়মনসিংহে একটি নতুন আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-১২.০৫২.২৮.০০.০০.০০১.২০১০(অংশ-২)১০৪৮, তাং-০৩/০৬/২০১৮ খ্রি: এর মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৭টি বিভাগীয় অঞ্চলে ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের অনুমোদন রয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৫টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ পরীক্ষার মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন হয়েছে। এ বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, বাকী ২টি অঞ্চলে (সিলেট ও ঢাকা) বীজ পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন। উল্লিখিত ২টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার চালু হলে ঢাকা ও সিলেট অঞ্চলে বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে বলে কমিটির সকল সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

**সিদ্ধান্ত:** সিলেট ও ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে বীজ পরীক্ষার মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম চালু করার অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

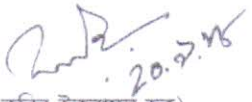
আলোচ্য বিষয় : বিবিধ-২

বিষয়: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ কর্তৃক ছাড়কৃত জাতসমূহের নামকরণ।

ড.মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বলেন যে, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাড়কৃত জাতসমূহের নামকরণ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম ও ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইংরেজী বড় অক্ষরে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ কর্তৃক ছাড়কৃত জাতসমূহের নামকরণে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তিনি সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাড়কৃত জাতসমূহের নামকরণ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম ও ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইংরেজী বড় অক্ষরে লিখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিচালক (গবেষণা), বিনা বলেন যে, এখন থেকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম ও ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ কর্তৃক ছাড়কৃত জাতসমূহের নামকরণ ইংরেজী বড় অক্ষরে লিখা হবে।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ কর্তৃক ছাড়কৃত জাতসমূহের নামকরণ ইংরেজী বড় অক্ষরে লিখতে হবে। (উদাহরণ: BINA dhan-11)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(ড: মো: কবির ইকরামুল হক)  
নির্বাহী চেয়ারম্যান  
বিএআরসি, ফার্মগেট  
ও  
চেয়ারম্যান  
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড

স্মারক নং -১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১. ২২৪০

তারিখ : ২০/১০/১৬

বিতরণ: অবগতি ও সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- |     |                                                                                                                      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ১।  | নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।                                           | সভাপতি |
| ২।  | বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।                          | সদস্য  |
| ৩।  | বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর। | সদস্য  |
| ৪।  | পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ট্রুপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।                                            | সদস্য  |
| ৫।  | পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।                                                  | সদস্য  |
| ৬।  | পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।                                                            | সদস্য  |
| ৭।  | পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।                                                      | সদস্য  |
| ৮।  | পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।                                                       | সদস্য  |
| ৯।  | সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।                                            | সদস্য  |
| ১০। | মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।                                             | সদস্য  |
| ১১। | পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।                                                  | সদস্য  |
| ১২। | প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।                                       | সদস্য  |
| ১৩। | কটন এগ্রোনমিষ্ট, তুলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।                                          | সদস্য  |
| ১৪। | সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি স্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।                    | সদস্য  |
| ১৫। | জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।                           | সদস্য  |
| ১৬। | -----                                                                                                                |        |

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

(মো: খায়রুল বাসার)

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

ও

সদস্য সচিব

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড

ফোন: ৯২৬২৪৪৭, ইমেল: dir@sca.gov.bd



কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯২ তম সভায় উপস্থিত সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা:

স্থান : ১নং সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা।

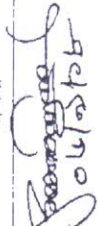

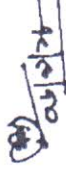



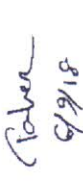
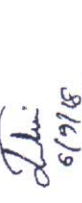


তারিখ : ০৬/০৯/২০১৮ খ্রি:






সময় : সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।

ক্র:নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	শ্রী মো: অমজিদ উদ্দিন	অতিরিক্ত পরিচালক (সঞ্চয়) ০১২০ ৪৪৪ ৩৪৪ Krishtismitul@gmail.com		
২	শ্রী: অমজিদ উদ্দিন	০৩৫৫ ১৩৪১১৪০ ০২১৩৪৫৫৫৫@gmail.com		
৩	Md. Shahjahan Ali	Advisor Bangladesh Seed Association (B.S.A)	০১৭৩০০১৩৩৭১ alliedmsali@yahoo.com	
৪	Dr. Md. Ansar Ali	Director (Genus, B2, the GIPB, BRRI (ইফবিআই)	০১৭২৫০৫৩৫৪২ maalib001@yahoo.com	
৫	Md. Reza Uddin Ahmady	Super Crop Science 2- Road, Agromic Service	০১৭১৩৪৪৪৪৪৪ mas.ahmad@bayer.com	
৬	Mohammad Abdul Aziz Khan	Head of Seeds Bayer CropScience Ltd	০১৭১৩০০৭৫৪১ abdulaziz.khan@bayer.com	

ক্র.সং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	বৃষ্টিবিদ্যা (শ্রীঃ আঃ-আঃ) মাসুদ	বিমান সঙ্গী পরিদপ্তর	01926-693108 kbdalamin@yahoo.com	Masud
২	শ্রীঃ সফিকুল হক	সফিকুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01938819263 stafiqul@kreshubid.com	Safiqul
১০	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01776899535 plam.mostofa@yahoo.com	Masud
১১	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01716601099 hoque2003@yahoo.com	Hoque
১২	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01853-328507 88029821190-2 m.yousuf@yahoo.com	Yousuf
১৩	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01730-047737 Shajiqul.islam@metabdb.biz	Shajiqul
১৪	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01714730193 amit@mcDonaldbd.net	Amit
১৫	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01714103176 Mohammed.habibullah@synergy.com	Masud
১৬	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক গ্রুপ লিমিটেড	01714161456 a.satter.pbd.bd.com	Satter
১৭	শ্রীঃ মোঃ মাহমুদুল হক	PSO, BRRI	01748218332 shatanaz107@yahoo.com	Sattar



ক্র.সং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
২৮	ডাঃ এম. রাসিম হোসেন	সহকারী প্রকৌশল (সি.ইসি) বি.ই.সি	০২২২৬-৭৭০০২৬ gmsseed@bade.gov.bd	
২৯	ড. মো. হাফিজ হোসেন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭৪০০০২৭১৭ zhoossains@cgmail.com	
৩০	ডাঃ মাসিম হোসেন	ইস-মনিটরিং (সিস্টেমস) এসি প্রকৌশল এন্ড সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১১-৭৫৫৭৭০ masim20160@gmail.com	
৩১	ড. মো: মুহাম্মদ হোসেন	ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম এনালিস্ট উপস্থিত প্রকৌশল, সি ই-মনিটরিং, এসসি	০১৭২৬৭৭৬৭৩	
৩২	(সি.ইসি) মোহাম্মদ হোসেন	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১৭-১০৬৭১৪ azizul.ha@bmc.net	
৩৩	মোহাম্মদ হোসেন হোসেন	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭৩০০২৭৭৭৬ miznur@cci-bd.com	
৩৪	Kud. Md. Abu Taher (Ujjal)	Manager (Seed) Khan Agricultural Products Ltd.	০১৪৭২-৬৫৫৭৭০ taher@ujjalpstu@gmail.com	
৩৫	Kud. Md. Rabiul Hasan	Development Officer Auto Crop Care Ltd.	০১৭৪৪-৪৬৬৪৪৩ mmr1@acd.group-qa.com	
৩৬	Dr. Md. Sultan Mahmud	Senior Director Chengying Zhang Kises Engineering	০১৭৫৫৬২৭৫৪ sultanmd76@gmail.com	
৩৭	Dr. AHM Monirul Haque	Advisor (Technical) Emp Solutions Ltd.	০১৭১২০৪৭১৬৬ badenaqvi@yahoo.com	

ক্র:নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
৩৬	D. Firuze Sultana S. F. der	Executive coordinator Latteen seeds Ltd	01738 91800 01730004901	 06/9/2018
৩৯	Md. Zayed & Hassem Qureshi	Manager (Co ordination) Emp Solutions Ltd	01917-618122 tsi@dhaka.net	 06/9/2018
৪০	Dr. Hasne-Asa Begum	Director (Research) BINA, Mymensingh	01714492742 dir_research, bina.gov.bd.	 6.9.18
৪১	ROUSON ARA Begum	ADD (SR & OC) SCA, Gazipur	01711160959	 6.9.18
৪২	ড. বন: উম্মা রাস্মা বেগম	মুখ্য পরিচরিত্র (সি) কোম্পা	01552 355393 ZilaniF1@gmail.com	 05/09/18
৪৩				
৪৪				
৪৫				
৪৬				